

(গ) ইতিমধ্যে যে সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিক বিভিন্ন প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছেন অথচ এখনও 'সামাজিক মুক্তি কার্ড' (SMC) পাননি, তাঁদের সকলকেও আগামী দিনে এই কার্ড প্রদান করা হবে।

● কোন নির্মাণ বা পরিবহণ শ্রমিক যারা ১/৪/১৭-এর পরবর্তী সময়ে নির্মাণ বা পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছেন বা হবেন, তারাও কি একই সঙ্গে SSY-এর সুবিধা পাবেন?

SSY-এর সুবিধা পাওয়ার জন্য ১.৪.১৭-এর পর থেকে সমস্ত শ্রমিককেই From-I পূর্ণ করে এই যোজনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে।

যাঁরা নতুনভাবে নির্মাণ/পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য আলাদা প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছেন, তাঁরা SSY-তে নথিভুক্ত না হলে শুধুমাত্র নির্মাণ/পরিবহণ শ্রমিকদের পরিবর্তিত প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন।

● শ্রমিক কীভাবে এই যোজনার অন্তর্গত সুবিধা পেতে পারেন?

এই প্রকল্পের অন্তর্গত কোন সুবিধা পাওয়ার জন্য শ্রমিককে From-V পূরণ করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংযুক্ত করে নিকটবর্তী শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রে জমা দিতে হবে।

যে কোন ধরনের সুবিধা নেওয়ার জন্য ফর্ম-৫ পূরণ করে আবেদন করবেন।

এই ফর্মের বিভিন্ন প্রকার সুবিধা পাওয়ার জন্য যে সকল তথ্য দিতে হবে তা হল,

- * প্রভিডেন্ট ফান্ড এর ক্ষেত্রে — সাসপফাউ/সামাজিক সুরক্ষা যোজনার পাশবই (অরিজিনাল কপি)
- * স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ — হাসপাতালের 'শংসাপত্র' এবং ভাউচার-এর অরিজিনাল কপি
- * মৃত্যু এবং দুর্ঘটনাজনিত অসমর্থতা — পাশবই এর কপি, ডেথ সার্টিফিকেটের কপি পুলিশ ও পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট (দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে)
- * শিক্ষা — যে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষারত তার প্রধান-এর 'শংসাপত্র' এবং ফী জমা দেওয়ার রসিদ (অরিজিনাল কপি)।

নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প

● নির্মাণকর্মী কারা?

যে সব শ্রমিকেরা —

ভবন, সড়কপথ, রেল, ট্রামলাইন, বিমানবন্দর, সেচ নিকাশি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিজলি ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা, টেলিভিশন এবং টেলিফোনের টাওয়ার নির্মাণ ও তার লাগানো, জলাশয়, জলাধার, সুড়ঙ্গ বানানো, পাইপলাইন, তেল ও গ্যাস সংস্থাপন ইত্যাদি কাজে নির্মাণ, মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, এমনকি ভাঙার কাজ করছেন তারা নির্মাণ কর্মী হিসাবে গণ্য হবেন ও এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হতে পারবেন।

শ্রম দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৮০৩ আই.আর. তারিখ ১৬ আগস্ট, ২০১৩ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ইট/টালি প্রস্তুতকরণ এবং পাথর খাদানে ও পাথর ভাঙার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরাও নির্মাণকর্মী হিসাবে গণ্য হয়েছেন।

● প্রকল্পে নথিভুক্তিকরণের শর্তাবলী :

(ক) নির্মাণকর্মীর বয়স ১৮-৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

(খ) বিগত এক বছরে নির্মাণকর্মীকে ন্যূনতম ৯০ দিন উপরোক্ত নির্মাণ কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে।

● **কীভাবে আবেদন করবেন?**

কলকাতা ছাড়া অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন চালু হয়েছে। এই আবেদন পদ্ধতি পুস্তিকার ২৭ নম্বর পাতায় বর্ণিত হয়েছে।

কলকাতার জন্য —

পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদের ২৭ নং ও ৩১ নং ফর্মে আবেদন করতে হবে।

ফর্মের সঙ্গে জমা দিতে হবে —

(ক) চার কপি পাসপোর্ট মাপের ছবি।

(খ) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে কোন শংসাপত্র অথবা ভোটার পরিচয়পত্র/রেশন কার্ড-এর Attested Xerox Copy

(গ) ২০/- টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি এবং বাৎসরিক ৩০ টাকা হারে ১ বছরের অগ্রিম চাঁদা।

● **কোথায় ও কীভাবে আবেদনপত্র/টাকা জমা দেবেন?**

শুধুমাত্র কলকাতার জন্য নির্মাণ শ্রমিক নিজে কলকাতা অফিসে (শ্রমিক কল্যাণ সহায়তা কেন্দ্রে/উপশ্রম কমিশনারের অফিসে) এসে অথবা সংগ্রহকারী এজেন্টের মাধ্যমে আবেদনপত্র/টাকা জমা দেবেন।

সমস্ত জেলায় —

অন্যান্য ক্ষেত্রে অন-লাইনে আবেদন পত্র জমা দিতে হবে।

● **এই প্রকল্পে নথিভুক্ত নির্মাণকর্মী কী কী সুযোগসুবিধা পাবেন?**

নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদের সুযোগ সুবিধা —

পেনশন : ন্যূনতম ৫ বছর একটানা সদস্য থাকলে ৬০ বছর বয়সের পর প্রতি মাসে ন্যূনতম ৭৫০ টাকা হারে এবং পেনশনভোগীর মৃত্যুতে ৫০% হারে পারিবারিক পেনশন।

দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী প্রতিবন্ধকতার কারণে পেনশন : মাসে ৭৫০ টাকা হারে।

পেনশনভোগীর মৃত্যুতে তার স্ত্রী/স্বামীর জন্য মাসে ৩৭৫ টাকা হারে।

● **প্রকল্পের সুযোগসুবিধা কীভাবে পাওয়া যাবে?**

প্রকল্পের সুযোগসুবিধা পেতে গেলে নির্দিষ্ট আবেদনপত্র যথাযথ পূরণ করে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং পরিচয়পত্র ও পাসবই-এর প্রত্যায়িত নকল সহ সংশ্লিষ্ট সহ/উপশ্রম কমিশনারের অফিসে জমা দিতে হবে। পাশাপাশি যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক-এ একটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট (SAVINGS ACCOUNT) খুলতে হবে। আবেদনপত্র মঞ্জুর হলে তার টাকা উক্ত অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হবে।

২৭ নং ফর্ম

২৬৯ নং বিধি অনুযায়ী উপকৃত হিসাবে নাম নথিভুক্তির আবেদনপত্র

- ১। (ক) নির্মাণকর্মীর নাম :
- (খ) পিতা/স্বামীর নাম :
- (গ) জন্ম তারিখ/বয়স :
- (বয়সের প্রমাণপত্রের প্রত্যাযিত নকল দিতে হবে)
- (ঘ) স্থায়ী ঠিকানা :
- (ঙ) বর্তমান ঠিকানা :
- (চ) বৈবাহিক অবস্থান : বিবাহিত/অবিবাহিত/বিধবা/বিপত্নীক

ছোট মাপের
ছবি লাগাতে
হবে

- ২। আবেদনকারী যে সংস্থা/সংস্থাসমূহে বিগত ১২ মাস কাজ করছেন সেটির/সেগুলির কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা :

ক্রমিক সংখ্যা	কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা	আবেদনকারী যেখানে কাজ করেন/করতেন তার বিবরণ ও স্থান	সংস্থাটির নথিভুক্তির সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।			
২।			
৩।			

আবেদনকারীর পদ এবং কাজের ধরন	কাজে যোগদানের তারিখ এবং ছাড়ার তারিখ		প্রকৃত কাজ করার দিনের সংখ্যা	মন্তব্য
	যোগদানের তারিখ	ছাড়ার তারিখ		
(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)

৩। পি.এফ/ই.এস.আই. নং/(যদি থাকে) :

৪। নথিভুক্তির জন্য টাকা জমা দেবার সাপেক্ষে কাগজের বিবরণ :

৫। জমার হার :

৬। ব্যাঙ্কের নাম, নম্বর ও শাখার বিবরণ :

উল্লিখিত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী সর্বৈব সত্য।

স্থান :

তারিখ :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আমি ঘোষণা করছি যে এই আবেদনকারী ২/৩ নং ধারায় উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী নির্মাণকর্মী হিসাবে নিয়োজিত ছিল/আছে।

স্বাক্ষর

নিয়োগকর্তা/এম.পি./এম.এল.এ./জেলা পরিষদের সভাপতি/শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাপতি/
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র/বোরো কমিটির চেয়ারম্যান/পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান/গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান/ন্যূনতম মজুরি পর্যবেক্ষক/কৃষির
ন্যূনতম মজুরির পর্যবেক্ষক/দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের কাউন্সিলর/আবেদনকারী যে নিবন্ধীকৃত
নির্মাণকর্মী ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য, তার সভাপতি/সম্পাদক-এর সই ও সীলমোহর।

প্রাপ্তি স্বীকার

শ্রী/শ্রীমতী

ঠিকানা

এর নিকট হইতে নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদে নাম নথিভুক্তির একটি আবেদনপত্র গৃহীত হল।

তারিখ

স্থান

সীলমোহর

স্বাক্ষর

(২৭০ নিয়ম দেখুন)

মনোনয়ন ফর্ম (ফর্ম নং - ৩১)

আমি নিম্নোক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে আইনত নির্ভরশীল হিসাবে আমার সমস্ত পাওনা টাকা ওয়েস্ট বেঙ্গল বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কস ওয়েলফেয়ার বোর্ডের কাছ থেকে নেওয়ার জন্যে এবং আমার মৃত্যুর পর ন্যায্য উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রাপ্য আমার সমস্ত সুযোগসুবিধা পাবার জন্য মনোনীত করছি।

মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের নাম এবং ঠিকানা	কর্মচারীর সঙ্গে সম্পর্ক	মনোনীত ব্যক্তির বয়স	প্রত্যেক মনোনীত ব্যক্তির প্রাপ্য অংশ
(১)	(২)	(৩)	(৪)

স্থান :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ :

নাম

ঠিকানা

.....

এবং ভোগদখলকারী ব্যক্তি কর্মচারীর

রেজিস্ট্রেশন নং